**খসড়া-০১**

**যেকোনো ব্যক্তি/ কর্মকর্তা খসড়ার উপর প্রয়োজন বোধে যে কোনো ধরণের Observation/ Comment/ Suggestion/ Recommendation প্রদান করতে পারেন।**

**“জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫”**

“প্রজ্ঞাপন”

তারিখঃ

**১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন-**

(১) এই বিধিমালা জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট বিধিমালা, ২০১৫ নামে অভিহিত হবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

**২। সংজ্ঞা- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্হী কোন কিছু না থাকলে, এই বিধিমালায়-**

(১) “ইনষ্টিটিউট” বলতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর অধীন স্থাপিত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট’কে বুঝাবে;

(২) “মহাপরিচালক” বলতে ইনষ্টিটিউটের মহাপরিচালক’কে বুঝাবে;

(৩) “তফসিল” বলতে এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিল’কে বুঝাবে;

(৪) “নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ” বলতে সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত যে কোন কর্মকর্তা’কে বুঝাবে;

(৫) “পদ” বলতে তফসিলে উল্লেখিত কোন পদ/পদসমূহ’কে বুঝাবে;

(৬) “প্রয়োজনীয় যোগ্যতা” বলতে সংশ্লিষ্ট পদের জন্য উল্লেখিত যোগ্যতা’কে বুঝাবে;

(৭) “শিক্ষানবীশ” বলতে কোন পদে শিক্ষানবীশ হিসাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি’কে বুঝাবে;

(৮) “সদস্য” বলতে পরিচালনা বোর্ডের সদস্য’কে বুঝাবে;

(৯) “কমিশন” বলতে সরকারী কর্ম কমিশনকে সদস্য’কে বুঝাবে;

(১০) “সচিব” বলতে এই ইনষ্টিটিউট এ পরিচালনা বোর্ড এর সচিব’কে বুঝাবে; এবং

(১১) “বিধিমালা” বলতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর অধীন প্রণীত “জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫”কে বুঝাবে।

৩। **নিয়োগ পদ্ধতিঃ**

তফসিলএ বর্ণিত সকল পদে নিম্নে বিধৃত পদ্ধতিতে নিয়োগদান করা হবেঃ

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে

(গ) প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে

**সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমেঃ**

(১) কোন ব্যক্তিকে কোন পদে নিয়োগ করা হবে না যদি তজ্জন্য তাহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থকে, এবং সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহর বয়স উক্ত পদের জন্য তফসিলে বর্ণিত বয়সসীমার মধ্যে না হয় ।

(২) কোন পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য কোন ব্যক্তি যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না , যদি তিনি

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন, অথবা বাংলাদেশের ডমিসাইল না হন।

(খ) এমন কোন ব্যক্তি কে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন, যিনি বাংলাদশের নাগরিক নন।

(৩) কোন পদে সরাসরি নিয়োগ করা হবে না, যদি

(ক) নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ড, অথবা, ক্ষেত্র বিশেষে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোন মেডিকেল অফিসার এ মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে অনুরূপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোন দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না, যাহা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে এবং

(খ) এইরূপ বাছাইকৃত ব্যক্তির পূর্বকার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সির মাধ্যমে তদন্ত না হয়ে থাকে ও তদন্তের ফলে দেখা না যায় যে, প্রজাতন্ত্রের চাকুরীতে নিযুক্তির জন্য তিনি অনুপযুক্ত নন।

(৪) কোন ব্যক্তিকে কোন পদে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা হবেনা , যদি তিনি

(ক) উক্ত পদের জন্য কমিশন কর্তৃক বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরখাস্ত আহবানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ফি সহ যথাযথ ফরমে নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল না করেন,

(খ) সরকারী চাকুরী কিংবা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে নিয়োজিত থাকাকালে স্বীয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল না করেন।

**পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগঃ**

(১) শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, চাকুরীতে প্রবেশকালীন লিখিত পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের ভিত্তিতে এতদুদ্দেশ্যে সরকার

কর্তৃক গঠিত সংশ্লিষ্ট বাছাই/ নির্বাচন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাবে ।

(২) যদি কোন ব্যক্তির চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হয় তাহলে তিনি কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

**প্রেষণে নিয়োগঃ**

(১) মহাপরিচালক পদে মাঠ প্রশাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভুক্ত সরকারের অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্ম সচিব গণের মধ্য থেকে প্রেষণে।

(২) পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) পদে মাঠ প্রশাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভুক্ত সরকারের উপসচিবদের মধ্য থেকে প্রেষণে।

(৩) পরিচালক (পরিকল্পনা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা) পদে পরিকল্পনা প্রণয়ন বা আইটি বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সম্পন্ন বিসিএস ক্যাডারভুক্ত সরকারের উপসচিবদের মধ্য থেকে প্রেষণে।

**৪। শিক্ষানবীশ**

(১) স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে কোন পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত প্রার্থী শিক্ষানবীশ বলে বিবেচিত হবেন।

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে , শিক্ষানবীশকাল হবে স্থায়ী নিয়োগের তারিখ হইতে ২ বৎসর।

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে এরপ নিয়োগের তারিখ হইতে শিক্ষানবীশকাল হবে এক বৎসর।

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করে শিক্ষানবিশীর মেয়াদ এরূপ সম্প্রসারণ করতে পারেন যাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে দুই বৎসরের অধিক না হয় ।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন শিক্ষানবীশের শিক্ষানবীশীর মেয়াদ চলাকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নয়, কিংবা তার কর্মদক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই , সেক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ-

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে , শিক্ষানবীশের চাকুরীর অবসান ঘটাতে পারবেন।

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাহাকে যে, পদ হতে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল, সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাতে পারবেন।

(৩) শিক্ষানবিশীর মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকলে তাসহ সম্পুর্ণ হওয়ার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে , শিক্ষানবীশীর মেয়াদ চলাচলে কোন শিক্ষানবীশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক, তাহলে ৪ উপবিধির বিধান সাপেক্ষে, তাহাকে চাকুরীতে স্থায়ী করবেন, এবং

(খ) যদি মনে করেন যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে শিক্ষানবীশের আচরণ কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ

(অ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ,তাহার শিক্ষানবীশের চাকুরীর অবসান ঘটাতে পারবেন।

(আ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে , তাহাকে যে, পদ হতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়েছিল, সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাতে

পারবেন।

(৪) কোন শিক্ষানবীশকে কোন নির্দ্দিষ্ট পদে স্থায়ী করা হবে না, যতক্ষণ না সরকারী আদেশ বলে সময়ে সময়ে যে পরীক্ষা ও

প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, সেই পরীক্ষায় তিনি পাশ করেন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।